54

দৈনিক বাংলা

তারিখ 14 MAR 1996
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

উৎকণ্ঠার মধ্যে ৫ লাখ এসএসসি পরীক্ষার্থীরা

খুরশীদ আলম ঃ বিরোধী দলের লাগাতার হরতাল, অবরোধ ও অসহযোগের কারণে প্রায় পাঁচ লাখ এসএসসি পরীক্ষার্থী উৎকণ্ঠার মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। অভিভাবকগণ তাদের সন্তানের ভবিষ্যতের কথা ভেবে উদ্বিগ্ন। রাজনীতিকদের কাছে ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবকদের আকুল মিনতি–হিংসা-বিদ্বেষ-হানাহানি বন্ধ করে জাতিকে নিষ্কৃতি দিন। ধ্বংসাত্মক কর্মসূচি পরিহার করে দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব এসএসসি পরীক্ষার্থীদের নিশ্চিন্তে পরীক্ষা দেয়ার সুযোগ দিন।

দেশের চারটি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে আগামী ২৮ মার্চ থেকে একযোগে এসএসসি পরীক্ষা অনুষ্ঠানের তারিখ নির্ধারণ করা হয়। ছাত্র-ছাত্রীদের যথারীতি পরীক্ষার পূর্ব প্রস্তুতিতে ব্যস্ত থাকার কথা। কিন্তু বর্তমান রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা এবং বিরোধী দলের অসহযোগ ও ধ্বংসাত্মক কর্মসূচির মাঝে আদৌ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে কি না, এ নিয়ে সকল মহল বিশেষ করে পরীক্ষার্থী এবং অভিভাবকদের উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার ইয়ত্তা নেই। কেননা, ডাক্তার হওয়ার স্বপ্ন-সাধ নিয়ে যারা ব্যাপক প্রস্তুতি নিয়েছিলেন ইতিমধ্যে কর্তৃপক্ষ "অনিবার্য কারণ" দেখিয়ে পরীক্ষা স্থগিত করার নোটিশ করেছে। বিসিএসসহ অন্যান্য পরীক্ষাগুলোও একইভাব স্থগিত করা হয়।

ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের কন্ট্রোলারের কাছে

(২ এর পৃঃ ১ এর কঃ দেখুন)

উদ্বেগ উৎকণ্ঠার মধ্যে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

পরীক্ষা পিছানোর কোনো সম্ভাবনা আছে কি না জানতে চাইলে তিনি বলেন, এখনও এ ধরনের কোনো সিদ্ধান্ত নেয়া হয়নি। তবে এ অবস্থা চলতে থাকলে কোনো অভিভাবক তার সন্তানকে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পরীক্ষা কেন্দ্রে আসতে দিবে না। তবে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন, দ্রুত পরিস্থিতির উন্নতি হবে এবং যথাসময়ে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হলে ছাত্র-ছাত্রীদের পাশাপাশি সবাই উপকৃত হবে।

আইডিয়াল হাই স্কুল এন্ড কলেজ-এর অধ্যক্ষ, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ মোঃ ফয়জুর রহমান বলেন, যথাসময়ে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। তিনি বলেন, আমরা প্রত্যেকের কাছে শিক্ষক-অভিভাবকদের পক্ষ থেকে শান্তিপূর্ণভাবে পরীক্ষা অনুষ্ঠানের পরিবেশ সৃষ্টির অনুরোধ করছি।

এক প্রশ্নের জবাবে জনাব ফয়জুর রহমান বলেন, সময় মতো পরীক্ষা অনুষ্ঠিত না হলে ছাত্র-ছাত্রীদের মনোবল ভেঙ্গে পড়বে। এবং এখান থেকে সর্বোচ্চ পর্যায় পর্যন্ত সেশন জটের প্রভাব পড়বে। প্রবীণ শিক্ষাবিদ ফয়জুর রহমান রাজনীতিকদের প্রতি পরামর্শ দিয়ে বলেন, আল্লার ওয়াস্তে পরীক্ষা চলাকালীন এবং ছাত্র-ছাত্রীদের প্রস্তুতি পর্বে কর্মসূচি থেকে বিরত থাকুন।

ভিকারুন্নেসা নুন স্কুল এন্ড কলেজের অধ্যক্ষা হামিদা আলী বলেন, বর্তমান রাজনৈতিক কর্মসূচি অবশ্যই পরীক্ষার্থীদের মাঝে প্রভাব ফেলবে। কেননা, এ অবস্থা অব্যাহত থাকলে ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে হতাশা নেমে আসবে। সঙ্গে সঙ্গে অভিভাবকগণও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, নির্ধারিত তারিখে অবশ্যই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হতে হবে। নির্ধারিত সময়ে এসএসসি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত না হলে সামনে এইচএসসি এবং ডিগ্রি পরীক্ষায় এর প্রভাব পড়বে। আরেক প্রশ্নের জবাবে মিসেস হামিদা আলী বলেন; যথাসময়ে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত না হলে শিক্ষার্থীরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। শিক্ষা সেশনে এর প্রভাব পড়বে, যা জাতির জন্যে অকল্যাণ বয়ে আনবে।

এছাড়া রাজধানী উচ্চ বিদ্যালয়, ইস্পাহানী হাই স্কুল, হাশ্মাদিয়া হাই স্কুল, কদমতলা উচ্চ বিদ্যালয়, খিলগাঁও মডেল হাই স্কুল ও সেগুন বাগিচা উচ্চ বিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষক অনুরূপ মতামত ব্যক্ত করে বলেন, জনকল্যাণেই যদি রাজনীতি হয় তাহলে ছাত্র-ছাত্রীদের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে অবিলম্বে তাদের কর্মসূচি থেকে বিরত হওয়া উচিত।

ল্যাবরেটরী স্কুলের ছাত্র মাসুদ বলেন, দেশের এই অবস্থার কারণে লেখাপড়ায় মনোনিবেশ করতে পারছি না। অথচ এখনই প্রস্তুতির চূড়ান্ত সময়। স্কুলেও শিক্ষকদের সব সময় পাওয়া যায় না। এতে বেশ বেকায়দায় পড়েছি। এ অবস্থার পরিবর্তন না হলে যে কি হবে বুঝতে পারছি